= বাংলার লোকসঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথ =

বাংলার লোক সংগীতের সম্ভার সীমাহীন। বৈচিত্র্য এর সুরে, কথাতে ও ভাবে। সাধারণ মানুষের সুখ, দুঃখ, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, আধ্যাত্মিকতা, নানা উৎসব প্রভৃতি মরমী কবিতায় আবেদনে প্রকাশের মাধ্যম হচ্ছে লোকসংগীত। রবীন্দ্রনাথের চেতনায় লোকসংগীত গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। লোকসংগীতের ভাব, ভাষা ও সুরবৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হয়ে তিনি বলেছেন- " নদীমাতৃক বাংলা দেশের প্রান্তরে প্রান্তরে যেমন ছেয়ে নদী নালা স্রোতের জাল ~~বিস্তৃত~~ ছড়িয়ে দিয়েছে তেমনি বয়ে চলেছিল গানের স্রোত নানা ধারায়...... লোকসংগীতের

তার বৈচিত্র্য আর কোন দেশে আছে কিনা
জানিনে”

লোকসংগীতের অসংখ্য বৈচিত্রের মধ্যে এই
বিশেষ ধারাগুলির প্রভাব রবীন্দ্রসংগীতে
দেখতে পাই। যেমন - ক বাউল, খ কীর্তন
গ। রামপ্রসাদী ঘ। জারি ও ঙ। বিবিধ।

= রবীন্দ্র সংগীতে বাউলগানের প্রভাব:-

বাউলগান কবির বাউল মনকে
অভিভূত করেছিল সর্বাধিক। এই গানই
তাঁকে অনেকে বেশী আকৃষ্ট ~~করেছিলেন~~।
করেছিল। কবি যখন শিলাইদহে ছিলেন
তখন বিভিন্ন বাউল দলের সংগে তাঁর
পরিচয় হয়। বাউলের সুর তাঁকে এতই
আকৃষ্ট করে যে তিনি তাঁর বিভিন্ন গানে

বাউলের সুর গ্রহণ করেন। তবে অনেক আগে
জন্য কৃত বাজীর সংগে ও এই বাউল-
সুরের মিলন ঘটেছে। বাউলের সুর ও
বাণী কবির অন্তরে সহজেই মিশে গেছে।
বাউল গীতকারদের মধ্যে লালন ফকিরের
দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক প্রভাবিত হয়েছিলেন,
কারণ সেকালের এক সময়ে লালনের গানের
সত্যই যুগের অগ্রসর সমাজ মুখরিত ছিল।
লালন সাঁইয়ের দর্শন, সুর ও বাণী সবকিছুই কবিকে
মুগ্ধ করেছিল। তিনি এই বাউল সুরকে আশ্রয়
করে নতুন এক রবীন্দ্রিক বাউলের সৃষ্টি
করেন। বাউল গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন
“ ঈশ্বরকে চাহিলেই যেমন আত্মীয় বলিয়া
মনে হয় যে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া ইশ্বরকে

ভাবের অন্তঃপুরের সাথে প্রথম কাটিতে দেয়।”
লালনের গানের তত্ত্বা বাউল গানে তিনি উৎকর্ষতা
লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং
স্বাভাবিক ও সরল শিল্পবোধই তাঁকে মুগ্ধ করেছে।
জীবনের শেষ পর্বেই এইসব তিনি সবচেয়ে-
বেশী রচনা করেন, যেমন - কয়েকটি গান -

১। আমার নাই বা হল পারে যাওয়া।

২। আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে।

৩। আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে।

৪। আমি তারেই খুঁজে বেড়াই। ইত্যাদি।

— ০ —

Sunday

রবীন্দ্র সংগীতে কীর্তন গানের প্রভাব:-

বাউলের মত কীর্তন গানের দ্বারা ও রবীন্দ্রনাথ সমধিক প্রভাবিত হয়েছেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্তাদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং এরই ফলশ্রুতি তাঁর ষোল বছরের রচনা "ভানুসিংহের পদাবলী" ভানুসিংহ ছদ্মনামে তিনি মোট ২২ টি পদ রচনা করেছিলেন। প্রধানত: জয়দেবের ~~গীতগোবিন্দ~~ ~~মহাকবি~~ 'গীতগোবিন্দ' প্রভৃতি কবিকে ভানুসিংহের পদাবলী রচনায় উজ্জীবিত করেছিল।

তিনি কীর্তনগানের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। [illegible] এ বিষয়ে তিনি বলেছেন - " ~~কীর্তন গান~~ কীর্তন সংগীত আমি অনেক কাল থেকেই

খেলবনি। ওর মধ্যে যে প্রকাশভঙ্গির যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর কোন সংগীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানিনে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর শিকড়, কিন্তু ও শাখায় প্রশাখায় ফলে ফুলে পল্লবে সংগীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা অধিকার করেছে। কীর্তন সংগীতে বাঙালীর এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি।" কীর্তনের যে দিকটি তাঁকে সর্বাপেক্ষা বেশী আকৃষ্ট করেছিল সে তার সুরে এবং কথায় সম্মিলিত "অর্ধনারীশ্বর রূপ"। তিনি আরও বলেছেন "কীর্তন অপরূপ সংগীত, মুখ

06 February Wednesday 2019

২ মাঘ শুক্ল বুধবার
দ্বিতীয়া
Hizri -30 Zamadilawal 1440

মোহন দশা গানের মিলন হয়ে তবেই সেই
অবস্থান, পদাবলীর মধ্যেই আছে রসসঙ্গীতের
স্বাতন্ত্র্য রস অন্তরে গানের নয়," রবীন্দ্রনাথ
তাঁর কীর্তনাঙ্গ গানগুলিতে একদিকে যেমন
প্রাচীন রীতিবৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছেন তেমনি
অন্য দিকে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ফুটিয়ে
তুলেছেন। কীর্তন গানে আখর একটি বিশেষ
অঙ্গ। পদাবলী-কীর্তন গানে প্রচলিত আখর-
কে তিনি তাঁর কীর্তন গানে গ্রহণ করেছিলেন,
পদাবলী কীর্তনের কাঠামো থেকে দূরে
রবীন্দ্রনাথ নতুন রবীন্দ্রিক কীর্তনের সৃষ্টি
করেছিলেন, তাঁর কীর্তনাঙ্গ গানের সংখ্যা
অজস্র। কয়েকটি গান - যেমন:- কী অসময়ে মল্লিকারা;
② না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, তা মধী যারে গেল বেলা
কুঞ্জ গলি

FEB 2019 T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

— 0 —